দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 18 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কেমন হলো শিক্ষা বাজেট

জুয়েল মাহমুদ

দিন বদলের স্লোগান নিয়ে সরকার গঠন করা মহাজোট সরকারের ৪র্থ বাজেট গত ৭ জুন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বর্তমান সরকারের ৪র্থ বাজেট আকার ভেঙেছে অতীতের সব রেকর্ড। চলমান অর্থবছরে (২০১১-২০১২) ১ লাখ ৬১ হাজার ২১৩ কোটি টাকা থাকলেও নতুন অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকায়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে টাকার অংকে গত বারের তুলনায় বেড়েছে। অর্থমন্ত্রীর বাজেটে খাতওয়ারি প্রস্তাবনা থেকে জানা যায়, এবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে ৯ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাত মিলিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে ১১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। এই দুই মন্ত্রণালয়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৮ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। সে হিসেবে বরাদ্দ বেড়েছে ৩ হাজার ৪৮ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ থেকে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পাদন করা হবে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় ৬, অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদে মানবসম্পদ উন্নয়নের আওতায় ১০৫ নং ধারায় বলা হয়েছে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হবে।

নারী শিক্ষা প্রসারে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত থাকবে। থাকবে শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং দেশব্যাপী সৃজনশীল প্রতিভা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' আগামী বছর থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষার সকল স্তরে নারী পুরুষের ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং গ্রাম ও শহরের শিক্ষা বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ। ১ হাজার ৫০০টি কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এমন ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা এবং ১৬৪টি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের ভৌত- অবকাঠামো নির্মাণ করার ১০৮ নং ধারায় বলা হয়েছে কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০৯ নং ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১১০ নং ধারায় বলা হয়েছে ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ৩-৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ১১১ নং ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০-এ নামিয়ে আনার জন্য ৪৭ হাজার ৬৮০ জন নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা এবং ১২টি জেলায় পিটিআই স্থাপন করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ১১২ নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষায় দারিদ্র্যজনিত ঝরে পড়া, রোধ করার জন্য প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং ভর্তির হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে রাখার জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেট ও প্রাথমিক শিক্ষা : অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪৭ থেকে ১:৪০-এ নামিয়ে আনতে চান। এ লক্ষ্যে ৪৭ হাজার ৬৮০ জন শিক্ষক নিয়োগ দান করবেন বলে সংসদে জানান। গত বছর প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা এ বছর এই খাতে ৯ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র্যজনিত ঝরে পড়া রোধ কল্পে স্কুল ফিডিং এবং ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। প্রস্তাবিত বাজেট প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন; প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাতে আমরা খুশি নই। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর জন্য বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। এদিকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ পুরোটায় হতাশ, তারা বলেন প্রধানমন্ত্রী নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করার ঘোষণা দিলেও বাজেটে তার কোন পদক্ষেপ দেখতে পেলাম না। এ কারণে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, আদৌ সরকার নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হবে কিনা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা : প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থমন্ত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাত মিলিয়ে ১১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। গতবার এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১০ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। সরকার শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য দূর করার জন্য ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় করার ঘোষণা করেছেন। উচ্চ শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ অব্যাহত রাখাসহ কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে শিক্ষাখাতের উন্নয়নের জন্য অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় নতুন কোন পদক্ষেপ না থাকায় হতাশ হয়েছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।

চলমান অর্থবছরে (২০১১-২০১২) ১ লাখ ৬১ হাজার ২১৩ কোটি টাকা থাকলেও নতুন অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকায়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে টাকার অংক গত বারের তুলনায় বেড়েছে। অর্থমন্ত্রীর বাজেটে খাতওয়ারি প্রস্তাবনা থেকে জানা যায়, এবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে ৯ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাত মিলিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে ১১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। এই দুই মন্ত্রণালয়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৮ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। সে হিসেবে বরাদ্দ বেড়েছে ৩ হাজার ৪৮ কোটি টাকা।